এযে মরণের দেশ, এযে দেশ ব্যথা বেদনার,
হেথা শুধু অশ্রুঝরে, দিকেদিকে শুধু হাহাকার,
দিনের আলোক হেথা,—আঁধারের সেও ছদ্মবেশ,
নাই সুখ, নাই শান্তি, নাই হেথা আনন্দের লেশ।
স্বর্গের দেবতা, তাই স্বর্গপুরে ফিরিল আবার
তরুণ-অরুণ-রথে,—কেন মিছে ফেল অশ্রুধার ?
শুদ্ধ কর শান্ত কর মন
জনম-উৎসবে তার আনন্দের কর আয়োজন !"

তর্পণ

শোকবহ্নি হৃদিমাঝে কোথা হ'তে উঠে অকস্মাৎ
ধক্ ধক্ জ্বলি' !
গুরুদেব, নাহি জানি অকারণে কেন বজ্রপাত্—
কোথা গেলে চলি' !
আঁধার ধরণী-বক্ষঃ দিনে দিনে হতেছে গভীর
হারাইয়া তোমা সম মহীয়ান্, ধীর, মহাবীর !
অস্ত গেলে যবে,
আঁখি-তারা রাঙাইয়া ঝরেছিল ঝরণার নীর
হাহাকার রবে ॥

রহস্য-কৌতুকে তুমি মানবের গূঢ় ইতিহাস
উঠালে ফুটায়ে !
দিলে বঙ্গবক্ষঃ হ'তে বেদনানিবিড় তপ্ত শ্বাস
ধূলায় লুটায়ে।
এ শুষ্ক বাঙ্‌লার বুকে বহাইলে হাসির 'ফোয়ারা,'
'পাগলাঝোরা'র নাচে ভেঙ্গে দিলে অন্ধকার কারা।
অভিনব বেশে
বঙ্কিমকে দেখালে তুমি, আলোচনে নবতরধারা
আনি তব দেশে !
একনিষ্ঠ হিন্দু তুমি, আত্মধর্ম্মে অচল অটল
ছিলে চিরদিন !
আজন্ম অর্চ্চিলে তুমি ভারতীর চরণ-কমল
শ্রান্তি ক্লান্তি হীন !
তোমার বিদায়ে আজি আঁখি মোর অশ্রুনীরে ভাসে,
কণ্ঠ বাণীহারা ; তবু সান্ত্বনা এ—সন্ধ্যার আকাশে
কহে দীপ্ত তারা,—
"নিত্য হয়ে আছ তুমি মৃত্যুহীন আনন্দ আবাসে,
হও নাই হারা !"

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী,
'ঘ' শাখা।